খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 36 ❑ 21 Nov., 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

অন্যের নথি দিয়ে সিম কার্ড তুলে প্রতারণা চক্রের হদিস

পুলিশের জালে চক্রের ৪ পান্ডা, উদ্ধার ১১২টি সিম কার্ড

প্রতিনিধি : বিভিন্ন ব্যক্তির নথিপত্র যোগাড় করে সেগুলি দিয়ে বিভিন্ন কোম্পানির সিম কার্ড তুলে বাজারে চড়া দামে বিক্রি করে দীর্ঘদিন ধরে প্রতারণার চক্র চালাচ্ছিল কয়েকজন। এমন একাধিক সিম কার্ডের হদিস পেয়ে তদন্ত চালাচ্ছিল পুলিশ। এবার সেই তদন্তে সিম কার্ড প্রতারণা চক্রের চারজনকে গ্রেফতার করলো গোপালনগর থানার পুলিশ। উদ্ধার হল ১১২ টি সিম কার্ড। বুধবার রাতে পুলিশ গোপালনগর থানার আকাইপুর বাজার এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম পলাশ মজুমদার, অলিক মন্ডল, বিক্রম গুপ্ত ও ব্রজেন সরকার। ধৃতদের বাড়ি গোপালনগর ও বনগাঁ থানা এলাকায়। কিভাবে চলত এই প্রতারণা ? সিম কার্ড নিতে আসা ব্যক্তিদের নথি নিয়ে একাধিক সিম কার্ড তুলে কৌশলে তাদের বায়োমেট্রিক করিয়ে নিত। সেগুলি কোনভাবেই বুঝতে পারত না ক্রেতারা। তারপরে সেই সিম কার্ডগুলি চালু হলে চলে যেত জেলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায়। সিম কার্ডগুলি দুষ্কৃতীদের হাতেও চলে যেতে বলে অভিযোগ। তৃতীয় পাতায়...

সোনা পাচারে চলল গুলি, প্রায় ৫ কোটি টাকার সোনাসহ ধৃত সিভিল ইঞ্জিনিয়ার

প্রতিনিধি : শূন্যে গুলি চালিয়ে পাচারকারীকে আটকে দিল বিএসএফ। তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হল ৫০টি সোনার বিস্কুট। যার ওজন প্রায় ছয় কেজি এবং ভারতীয় বাজার মূল্য প্রায় পাঁচ কোটি টাকা। ঘটনাটি ঘটেছে গাইঘাটা থানার তেঁতুলবেড়িয়া বর্ডার ফাড়ি সংলগ্ন আঁচল পাড়া এলাকায়। বিএসএফ জানিয়েছে ধৃত যুবক আঁচল পাড়াগ্রামের বাসিন্দা। জেরায় জানিয়েছেন, সে পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার।

সোমবার দুপুরের পর তেঁতুলবেড়িয়া ফাঁড়িতে সূত্র মারফত খবর আসে সোনা পাচারের। জওয়ানেরা ধৃতর বাড়ির এলাকায় যেতেই সে বাড়ির পেছন দিক দিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। জওয়ানেরা তাকে আটকাতে তৎক্ষণাৎ শূন্যে গুলি চালায়। পাচারকারী আতঙ্কিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লে তাকে আটক করে তল্লাশি চালায় জওয়ানেরা। ধৃতর কাছ থেকে একটি সিন্থেটিক ক্যারি ব্যাগ উদ্ধার হয়। তার মধ্যেই ৫০ টি সোনার বিস্কুট লুকিয়ে রাখা ছিল। ধৃতকে সোনা সহ পরবর্তী তদন্তের জন্য তেঁতুলবেড়িয়া সীমান্ত ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। তৃতীয় পাতায়...

রাজ্য যোগাসনে সাফল্য চাঁদপাড়ার বালিকা অঙ্কিতার

নীরেশ ভৌমিক ঃ রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের অধীনস্থ ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল ফর স্কুল গেমস্ এন্ড স্পোর্টস বিভাগ আয়োজিত ৬৮ তম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিত ২০২৪ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল সল্টলেকে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। প্রতিযোগিতা ১৪-১৭ বৎসর বয়সী গ্রুপে চাঁদপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেনির ছাত্রী অঙ্কিতা বালা গ্রুপে তৃতীয় স্থান লাভ করে নিজের ও বিদ্যালয়ের মুখ উজ্জ্বল করে।

গত ৮ নভেম্বর আয়োজিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু সহ শিক্ষাদফ্তরের ডিরেক্টর সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণের স্বাক্ষরিত প্রশংসা পত্র ও সুদৃশ্য মেডেল অঙ্কিতা সহ অন্যান্য বিজয়ীদের হাতে তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া গ্রামের বাসিন্দা অমিয় বালার একমাত্র কন্যা অঙ্কিতার এই সাফল্যে অতিশয় খুশি তার বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শিক্ষার্থীগণ সহ পাড়া প্রতিবেশিরাও। সকলেই ছোট্ট অঙ্কিতার ভবিষ্যৎ জীবনে আরোও সাফল্য কামনা করেন। অঙ্কিতার প্রশিক্ষনার্থী, মাতা শীলা বালা জানান, ও খুব ছোট বেলা থেকেই যোগ চর্চা করে আসছে। ইতিমধ্যেও অঙ্কিতা বহু প্রতিযোগিতায় সাফল্য এবং পুরস্কার লাভ করেছে। ছবি ঃ নিজস্ব

সরকারি নির্দেশকে বুড়ো আঙুল

বাড়িতেই প্রসব করাতে গিয়ে মৃত্যু হল গৃহবধূর

প্রতিনিধি : অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর প্রসব যন্ত্রণা উঠতেই বাড়িতে সন্তান প্রসব করার সিদ্ধান্ত স্বামীর। স্বামী নিজেই প্রসব করাতে গিয়ে মৃত্যু হল গৃহবধূর। বাগদা থানার অন্তর্গত মালিপোতা এলাকার ঘটনা। শনিবার তার মৃত্যু হয়েছে। মৃত গৃহবধূর নাম সুমনা দেবনাথ। সরকারি নির্দেশিকা না মেনে এভাবে বাড়িতে প্রসব করানোর ঘটনা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বনগাঁয়।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বসিরহাটের সুমনা দেবনাথের সাথে বছর ১০ আগে বিয়ে হয়েছিল মালিপোতার ননী দেবনাথের। তাদের বছর আটেকের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। ননী গোঁসাই বেশে থাকে। মাথায় টিকি, গলায় মালা পরে। ননী ধার্মিক মানুষের বেশ ধরে থাকলেও মাঝেমধ্যেই নানা কারণে স্ত্রীর উপর অত্যাচার করত। অভিযোগ, এর আগেও ৩-৪ বার স্ত্রীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গর্ভপাত করায় সে। পরিবারের দাবি, প্রায় প্রায় স্বামী অত্যাচার করত স্ত্রীর ওপর। তৃতীয় পাতায়...

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক ।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা
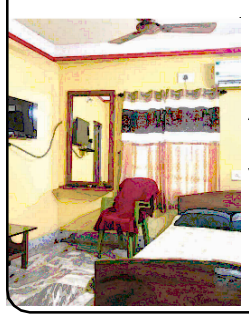
চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

IIAT
ISO 9001 : 2015 Certified Organisation
INDIAN INSTITUTE OF ACCOUNTS AND TAXATION
EXPERIENCED FACULTY INCLUDING CA, CMA & ADVOCATE
Tally Prime
MS-Excel
E-filing of Income Tax Return
GST(Goods and Service Tax)
TDS / TCS
ESI / PF
ROC E-Filing
Trademark Filing
Basic Computer
Bongaon, North 24 Parganas
Phone : 980452-2070 707489-8575
Website : www.iiat.in

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❐ সংখ্যা ৩৬ ❐ ২১ নভেম্বর, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

মশা চিনুন; সর্তক হোন

রাজ্য জুড়ে ডেঙ্গির দাপট। ইতিমধ্যেই কয়েক হাজার মানুষ ডেঙ্গি জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যুর হারও বেড়ে চলেছে। কিন্তু সতর্ক হবেন কীভাবে! কীভাবে চিনবেন ডেঙ্গি মশা। প্রায় সবারই জানা, এডিস ইজিপ্টি নামে এক বিশেষ প্রজাতির মশা এই রোগের বাহক। জেনে নিন, কেমন দেখতে হয় এই মশা। এডিস ইজিপ্টি মশা, অর্থাৎ ডেঙ্গির মশা গাঢ় কালো রঙের হয়। পায়ে থাকে সাদা সাদা দাগ। সাধারণ মশার থেকে আকারে ছোট হয় এডিস ইজিপ্টি। দৈর্ঘ্য মাত্র ৪ থেকে ৭ মিলিমিটার। স্ত্রী মশারা পুরুষদের তুলনায় লম্বা হয়। এরা খুব বেশি উড়তে পারে না। ডেঙ্গির মশা বেশিরভাগই দিনের বেলায় কামড়ায়। দিনের বেলায় এই মশা সবথেকে বেশি সক্রিয় থাকে। সূর্য ওঠার দু'ঘণ্টা পর থেকেই দাপট বাড়ায় ডেঙ্গির মশা। ডেঙ্গির মশার বিপদ দিনেই বেশি বলে জানিয়েছে বিশেষজ্ঞ মহলও। সূর্যাস্তের এক ঘণ্টা আগে থেকেই ক্ষমতা কমে এই মশার। তাই দুপুরে সবচেয়ে বেশি ডেঙ্গির মশার উপদ্রব।

ইফকোর ক্ষেত্রদিবস পালন

নীরেশ ভৌমিক ঃ গাইঘাটা ব্লকের সুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মধুসূদনকাটিতে গত ১৫ নভেম্বর ক্ষেত্র দিবস (Field day)

পালন করে ভারতবর্ষের প্রাচীন সার প্রস্তুতকারী সংস্থা ইন্ডিয়ান ফার্মাস ফার্টিলাইজার (IFFCO) কোম্পানীর উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় কৃষকগণ। এদিন মধ্যাহ্নে ইফকোর প্রতিনিধি জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিল্ড ম্যানেজার রীতেশ ঝা'র নেতৃত্বে কৃষকগণ জমিতে যান। ধানচাষিদের প্রায় পেকে ওঠা ধান পরিদর্শন করেন ইফকোর প্রতিনিধি মিঃ ঝা সহ কৃষকগণ।

যে জমিতে ইফকোর যুগান্তকারী আবিস্কার ন্যানো ইউরিয়া ও ন্যানো ডি এ পি (তরল) এবং সাগরিকা ইত্যাদি সার ও কীটনাশক ব্যবহার করে ধান চাষ করেছেন, সেই সমস্ত জামির সোনালী ফসল এবং যে জামির কৃষকগণ ইফকোর সার ব্যবহার করেন নি, সেই জমির ধান সরজমিনে পরিদর্শন করেন। ইফকোর প্রতিনিধি সহ কৃষকগণ ফিল্ড ডে'তে অংশ নিয়ে লক্ষ্য করেন যে, ইফকোর ন্যানো ইউরিয়া ও ন্যানো ডি এ পি তরল সার ব্যবহার করা জমির ফসল তুলনামূলক ভালো হয়েছে। ধানের ফলন ও গুনমান যথেষ্ট ভালো। কৃষকগণ ন্যানো ইউরিয়া ও ন্যানো ডি এ পি তরল সারের কার্যকরি ক্ষমতা উপলব্ধি করেন। ক্ষেত্র পরিদর্শন শেষে ইফকোর প্রতিনিধির আহ্বানে কৃষকগণ এক সভায় মিলিত হন এবং ইফকোর সার ও কীটনাশক ব্যবহার ও সুফল পাওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন, মধুসূদনকাটি সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান ও বর্ষিয়ান সমাজসেবি কালিপদ সরকার, সমিতির সম্পাদক তথা ইফকোর অন্যতম আর জি বি সদস্য দেবাশিষ বিশ্বাস সহ ৮০ জন কৃষিজীবী মানুষ। সমবেত কৃষকগণ ইফকোর তৈরি ন্যানো ইউরিয়া ও ন্যানো ডি এ পি (তরল) সারের গুনাগুন প্রত্যক্ষ করেন এবং ইফকোর ন্যানো সার ব্যবহারের সুফল ব্যক্ত করেন।

হনুমানজীর স্মরণোৎসবে বহু ভক্ত সমাগম

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বৎসরগুলির মতো এবার ও চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া সবুজ সংঘের পরিচালনায় ২১ নভেম্বর থেকে সাড়ম্বরে শুরু হল বীর হনুমানজীর ১০তম বার্ষিক স্মরণোৎসব।

পুজো উপলক্ষে ঢাকুরিয়া চৌমাথায় হনুমানজীর মন্দির ও প্রাঙ্গন ফুল-মালা ও আলোক সজ্জায় সাজানো হয়। সকাল থেকেই পাড়ার মা-বোনেরা পুজোর আয়োজনে নেমে পড়েন। দূর-দূরান্ত থেকে বহু ভক্তজনও মন্দিরে পুজো দিতে আসেন।

জয় বজরঙবলী ধ্বনিতে পুজো প্রাঙ্গন মুখরিত হয়ে ওঠে অপরাহ্নে পুজো শেষে সমবেত ভক্তদের মধ্যে মহাভোগ বিতরণ করা হয়।

এখানে ডিজিট্যাল সিগ্‌নেচার এর জন্য যোগাযোগ করুন
আশীর্বাদ ডিটিপি এণ্ড জেরক্স
কোর্ট রোড, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা ☎ ৯২৩২৬৩৩৮৯৯

প্রাণীজগতে বহুরূপী

অজয় মজুমদার

ক) শিকার ধরার জন্য ব্যবহৃত ব্যালিস্টি প্রজেক্টাইল জিহ্বা সহ অত্যন্ত মডিফায়েড ক্রেনিয়াম এবং একটি প্রিহেনসি (Tolley and Herrel 2014) যদিও গিরগিটির শরীরের পরিকল্পনা এই দিকগুলি ব্যাপক ভাবে পরিচিত। জ্যাকসনের গিরগিটি (Trio Ceros Jacksonii) তিন যুক্ত গিরগিটি; এর পরিবার হল- Chamaeleonidae, এই প্রজাতি টি পূর্ব আফ্রিকার স্থানীয় হওয়াই, ফ্লরিডা এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় পরিচিত।

জ্যাকসনের গিরগিটি ১৮৯৬ সালে বেলজিয়াম- ব্রিটিশ প্রাণীবিদ জর্জ অ্যালবার্ট বোলেঙ্গার বর্ণনা করেছিলেন। এই গিরগিটির তিনটি উপজাতি রয়েছে। জ্যাকসনের গিরগিটি দক্ষিণ-মধ্য কেনিয়া এবং উত্তর তানজেনিয়া ১৬০০ থেকে ২৪৪০ মিটার। জ্যাকসনের গিরগিটি পুরুষদের ক্ষেত্রে তিনটি বাদামী শিং থাকে। চোখের উপরে অরবিটাল রিজ কিছুটা সেরাটোপসিড ডাইনোসর জেনাস ট্রাইসেরাটপস- এর কথা মনে করিয়ে দেয়। এদের রং সাধারণত উজ্জ্বল সবুজ হয়। কিছু স্বতন্ত্র প্রাণীদের নীল এবং হলুদে চিহ্ন থাকে। তবে সমস্ত গিরগিটির মত, এটি মেজাজ, স্বাস্থ্য এবং তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে দ্রুত রং পরিবর্তন করে। এই প্রজাতির প্রাপ্ত বয়স্ক প্রজাতির পুরুষেরা করাত দাঁত আকৃতির ডরসাল রিজ রয়েছে। কারো ক্রেস্ট নেই। পুরুষেরা সাধারণত মহিলাদের থেকে বেশি দিন বাঁচে।

বেশিরভাগ গিরগিটি ওভিপের হয়। তবে জ্যাকসনের গিরগিটি উচ্চভূমির প্রস্তুত হওয়ার পরই সন্তানের জন্ম দেয়। ৮ থেকে ৩০ টি জীবিত যুবক ৫- ৬ মাসের গর্ভধারণের পর জন্মগ্রহণ করে। এই গিরগিটির জন্য উচ্চ আর্দ্রতা প্রয়োজন। সাধারণ ভাবে শীতল তাপমাত্রার খুব প্রয়োজন। অত্যাধিক তাপ, বা অত্যাধিক আর্দ্রতার এই প্রজাতির চোখের সংক্রমণ এবং উপরের শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ হতে পারে।

মেলারের গিরগিটি : এই প্রজাতির গিরগিটি বৃহত্তম ও প্রাণীজগতে এদের অবস্থান হল--- ডোমেন-- ইউক্যারিওটা

রাজ্য— অ্যানিমেলিয়া।
ফিলাম— চোরডাটা
ক্লাস— সরীসৃপ (Raptilia)
আদেশ— স্কোয়ামাটা
অধস্তন— ইগুয়ানিয়া
পরিবার— chamaeleonidae
জেনাস— Trioceros
প্রজাতি— টি. মেলেরি

আফ্রিকার মূল ভূখণ্ডের গিরগিটি গুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় ,প্রাপ্তবয়স্কটি মেলেরি সাধারণত ৩০ থেকে ৬১ সে.মি (১২ থেকে ২৪ ইঞ্চি) মোট দৈর্ঘ্য ৭৬ সে.মি ওজন ৬০০ গ্রাম পর্যন্ত । মহিলারা সাধারণত পুরুষদের থেকে ছোট। মাথাটি তুলনামূলক ভাবে ছোট। রঙ- চামড়ার রং বাদামী, গাঢ় সবুজ, হলুদ এমন কি কালো থেকে রং এর রং হয়।

প্রাণীটির মৌলিক রং হলো- সাদা ডোরা সহ একটি গভীর বন সবুজ। তবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এই রং পরিবর্তন করতে পারে। সূর্যের আলোর দিকে তাদের শরীরের পাশ গাঢ় সবুজ বা কালো হয়ে যেতে পারে। বাকি প্রাণীরা অনেক হালকা থাকে।

চলবে...

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

এসব বাবা আর জামাইবাবু থালার পাশে বাটি বাটি করে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের পাতে গামলা সমেত ডাল তরকারি এনে হাতা দিয়ে কেটে কেটে দেওয়া হচ্ছিল। তখন জামাইবাবুকে জোরজার করেই বেশি কিছু খাইয়ে দেওয়া হল। জামাইবাবু থালার উপরে হাত নেড়ে বারবার, "আর না, আর না" বলতে লাগল। এত বেশি খেলে আমি দিলীপকে নিয়ে এতটা পথ সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরব কী করে!"

এ কথা শুনে মা আর বেশি জোরাজুরি করল না। শীতকালের বেলা তাড়াতাড়ি সন্ধ্যে নামবে তাই আমরা চারটের মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম। মা একটা ব্যাগে করে আজকের কিছু রান্না করা তরকারি আর মিষ্টির প্যাকেট জামাইবাবুর সাইকেলে ঝুলিয়ে দিল। আর পেছনের ক্যারিয়ারে দিয়ে দিলেন আমার জামা কাপড়। সোয়েটার চাদর আমি গায়ে দিয়েই সাইকেলের রডে বসলাম। বাড়ি পৌঁছাতে সন্ধ্যা হল।

আমি আগেও দু'বার মাধবপুর বেড়াতে এসেছি। একবার দিদির সাথে আর একবার মায়ের সাথে নৌকায় করে। নৌকায় করে আসতে হলে সাধারণত ইছামতীর ধারে মাধবপুর ঘাটে নামতে হয়। বনগ্রাম থেকে মাধবপুর ঘাট পর্যন্ত রিকশায় যাওয়া গেলেও অনেক সময় ঘাটে খেয়া থাকে না। সে কারণে হাটের দিন যে কোনও একটা নৌকা ধরে মাধবপুর ঘাটে গিয়ে নামা যায়। তাই পুরুষ মানুষরা সাইকেলে যাতায়াত করে, মেয়েরা সাধারণত হেঁটে।

আমরা সাইকেলে ঘাটবাওড় গিয়ে বাঁ দিকের মাধবপুর যাওয়ার রাস্তা ধরলাম। ঘাটবাওড়ের মুখে রাস্তাটা খুব চওড়া আর বালিতে ভরা। রাস্তার পাশেই ইছামতী নদী। তখন ইছামতী নদীর চরায় সাদা বালিতে ভর্তি থাকত। সেই-ই বালি। কিছুদূর যাওয়ার পরেই শুরু হল জঙ্গল। বেশিরভাগটাই উঁচু উঁচু পুরনো সব গাছ। তেঁতুল, শিশু, পিটুলি, বাবলা আর বাঁশ ঝাড়ের জঙ্গল। দিনের বেলাতে এত অন্ধকার আমি কোথাও দেখিনি। এদিকটায় মানুষ বসবাস করে না। এরকম জায়গায় একটা বড় পুরনো কালভার্ট দেখলাম।

পরে জেনেছিলাম, ওটা ইছামতী নদীর খাড়ি ছিলো। এখানেই পাঁচ' ছশো বছর আগে মুঘল সেনাবাহিনীর সাথে যশোর রাজ প্রতাপাদিত্যের নৌবাহিনীর সৈন্যদের যুদ্ধ হয়েছিল। এত বড় চওড়া খাড়ি ভরাট হতে হতে সরু খালে পরিণত হয়েছিল। পরে ইউনিয়ন বোর্ডের তরফ থেকে এখানে কালভার্ট করে দেওয়া হয়। খালের যতটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাও এখন নেই। পুরনো সেইসব দিনের কথা মনে রেখে এখানে কোনও লোক বসতি গড়ে ওঠেনি। কত মানুষের রক্ত এই মাটিতে মিশে আছে, সেই ভয়ে।

হাফ কিমি পথ আসার পরে দেখলাম খড় বা টালিতে ছাওয়া কয়েকটা কুঁড়েঘর। এখান থেকে শুরু হয়েছে কিছু ফলের বাগান। কোথাও আম- কাঁঠালের বাগান, কোথাও কলাবাগান। তারপরে দু'পাশে এক দেড় মাইল এঁটেল মাটির জমি। এখন ফাঁকা মাঠ। পাট চাষের পর ধান কাটা হয়ে গেছে। কাটা ধানের গোছার গোড়া মাঠে অবশিষ্ট।

এই রাস্তায় জামাইবাবু দু' তিনবার আমাকে সাইকেল থেকে নামিয়ে দিল। এঁটেল মাটি এত শক্ত হয়ে আছে, সাইকেল ঠেলে ঠেলে নিয়ে যেতে হচ্ছে। এক চিলতে রাস্তা। ব্যালেন্স রেখে চালাতে হয়। এর থেকে দড়ির উপরে সাইকেল চালানো আরও সহজ। রাস্তা উঁচু-নিচু সংকীর্ণ। এভাবে দেড় কিমি আসার পর রাস্তার বাঁদিক দিয়ে একটা সরু রাস্তা বেরিয়ে গেল মাঠের ভিতর দিয়ে। এবার প্রায় আমরা গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। একটু এগিয়েই আরেকটা বাঁক পড়ল। এই জায়গাটায় কেবল বড় বড় তেঁতুল গাছের জঙ্গল। আর কিছু শিমুল গাছ আছে। সন্ধ্যে হব হব। এর মধ্যেই এই জায়গাটায় অন্ধকার নেমে এসেছে। ঠাকমা- দাদুর কাছে গল্প শুনেছি , তেঁতুল গাছে যত রাজ্যের পেত্নীরা বাস করে। ওদের প্রিয় খাবার হচ্ছে তেঁতুল আর ছোট ছেলের মুন্ডু।

চিন্তাটা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। ঠিক এই সময়ে একটা লোক জামাইবাবুকে থামাল। মনে ভাবলাম, যত তাড়াতাড়ি এই জায়গা ছাড়তে পারি ততই ভালো, তা না... । সাইকেল থেকে আমাকে নামিয়ে দিয়ে বলল, "দিলীপ, তুই একটু পাশে দাঁড়া। আমি গণি চাচার সাথে কথা বলে নিই। অনেক সময় সাইকেলে আছিস। প্রস্রাব পেলে রাস্তার ধারে করে নে।

আমি আর রাস্তার ধারে প্রস্রাব করতে যাব কী! মনের মধ্যে উদয় হল, ' এখানে যদি তাঁরা কেউ থাকে। তাদের

চলবে...

বারাসাতে নানা অনুষ্ঠানে শিশুদিবস পালন বারাসাত ইনিশিয়েটিভ ফর সাসটেইনেবল সোস্যাল ইমপ্যাক্ট-র

নীরেশ ভৌমিক ঃ শিশুদের সামাজিক সুরক্ষা ও তাদের প্রাপ্য অধিকার রক্ষায় তা দূর করতে এগিয়ে আসার জন্য এলাকায় পদযাত্রা করে।

দীর্ঘ দিন ধরে কাজ কারে চলেছে জেলার অন্যতম সামাজিক সংগঠন বারাসাত ইনিশিয়েটিভ ফর সাসটেইনেবল সোস্যাল ইমপ্যাক্ট-এর সদস্যগণ। গত ১৪ নভেম্বর জাতীয় যুব দিবসে বারাসাত ১ নং ব্লকের দোগাছিয়া গ্রামে আয়োজিত শিশু দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নেয় বিসসির সদস্যরা। এলেকার শিশুদের নিয়ে সংগঠনের কিশোর কিশোরীরা শিশু শ্রম, বাল্য বিবাহ রোধ, শিশু পাচার ইত্যাদি সামাজিক গুলি সাধারন মানুষের কাছে তুলে ধরে এবং

জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে সামজ সেবি সংগঠনের সদস্যরা এদিন শিশুদের মধ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। শিশুশ্রম বিষয়ক অংকন প্রতিযোগিতায় সেরাদের পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মধুসাহেব ও স্থানীয় মাদ্রাসা শিক্ষকগণ।

বিসসির সদস্যরা শিশু শ্রম, শিশুপাচার ছাড়াও স্কুলছুট প্রতিরোধ, শিশু সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং গ্রামের মহিলাদের সচেতন করে তোলার এবং পিছিয়ে পড়া সমাজের মানুষজনকে আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন ও শিশু বান্ধব গ্রাম গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন বি স সি'র সকল সদস্যরা। সেই সঙ্গে পরিবেশ সচেতনা এবং অনগ্রসর শ্রেনির সামাজিক সুরক্ষা বৃদ্ধির প্রয়াসও চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বি স সি'র সদস্যরা এই কাজ শুধু উত্তর ২৪ পরগণা, পার্শ্ববর্তী দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার পিছিয়ে পড়া এলাকাতেও করে চলেছেন।

স্বপ্নচরের পাঠশালায় শিশুদিবস উদ্‌যাপন

নীরেশ ভৌমিক ঃ স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহর লাল নেহেরুর জন্মদিন জাতীয় শিশু দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপন করে স্বপ্নচর নাট্যসংস্থা, গত ১৫ নভেম্বর জলপাইগুড়ির কৃষিবাথান গ্রামের মুক্ত পরিবেশে পাঠশালার ২০ জন পড়ুয়াকে নিয়ে শিশু দিবসের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন শিক্ষিকা ও বিশিষ্ট নাট্যাভিনেত্রী সুদীপ্তা দাস। শিশুদের যিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন, সেই জওহরলাল নেহেরুর প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানায় শিশু শিক্ষার্থীরা। শিক্ষিকা সুদীপ্ত, দাসের পরিচালনায় সহজ পাঠশালার পড়ুয়াগণ সংগীত ও আবৃত্তি পরিবেশন করে। শিক্ষিকা সুদীপ্তা দেবী জানান, বর্তমানে পিছিয়ে পড়া সমাজের ছেলে মেয়েরা যেভাবে শিক্ষার আঙিনায় এগিয়ে আসছে, সুস্থ্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও যাতে তারা পিছিয়ে না থাকে এই ভাবনাকে সঙ্গে নিয়ে তাদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের তাগিদেই স্বপ্নচরের সহজ পাঠশালায় আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শিশুদের নিয়মিত নাচ, গান, আবৃত্তি, ছবি আঁকা এবং হাতের কাজের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। শিক্ষার্থীদের অভিভাবক ও স্থানীয় শিক্ষানুরাগী মানুষজন স্বপ্নচরের এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। সংস্থার প্রাণপুরুষ মহঃসেলিম বলেন, শিশুদের পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখতে বড়দেরই অগ্রনী ভূমিকা গ্রহন করতে হবে।

এদিন পাঠশালা কর্তৃপক্ষ পড়ুয়াদের হাতে ফুলগাছের চারা তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

সোনালী সংঘের রাস উৎসব অনুষ্ঠিত

নীরেশ ভৌমিক ঃ চাঁদপাড়া ষ্টেশন পার্শ্বস্থ ঢাকুরিয়া সোনালী সংঘ ময়দানে গত ১৪ নভেম্বর হরি সংকীর্তন, অধিবাস ও তারক ব্রহ্ম নাম গানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় সোনালী ক্লাব আয়োজিত ২৭ তম বর্ষের

রাস উৎসব ও মেলা। ১৬ নভেম্বর ভোগ আরতি ও চাঁদপাড়া গীতা পরিবারের ধর্মীয় অনুষ্ঠান, পরদিন বাউল লোকগীতির অনুষ্ঠানে অগণিত ধর্মপ্রাণ মানুষজনের সমাগম ঘটে। ১৮ নভেম্বর রূপা হালদার পরিবেশিত পদাবলী কীর্তন, ১৯শে দত্তফুলিয়ার গণপতি নাট্য সংস্থার পুতুল নাচের অনুষ্ঠান ছোট-বড় সকলের নিকট বেশ আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে, পরদিন প্রখ্যাত কবিয়াল অসীম সরকারের কবিগানের আসরে বহু বসষ্ক মানুষজনের উপস্থিতি চোখে পড়ে। রাসমঞ্চে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার প্রদর্শনী সকলের নজর কাড়ে।

সোনালী সংঘের সম্পাদক শিক্ষক অনুপ সেনগুপ্ত জানান, একুশে রয়েছে যাত্রাপালা 'মাটির বকুল ধরেছে ত্রিশূল' এবং ২২ নভেম্বর তুলিকা ও গঙ্গাধরের বাউল ও লোকগানের অনুষ্ঠান, ২৩ শে ওয়েস্টার্ন ডান্স গ্রুপের নৃত্যানুষ্ঠান এবং শেষ দিনে রয়েছে বিচিত্রানুষ্ঠান। ক্লাব সদস্য ও অন্যতম সংগঠক বিধান দাস জানান, ২৪ নভেম্বর উৎসবের শেষে দিন বিগতবছর গুলির মতো এবারও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে এলেকার দুস্থ ও অসহায় মানুষজনের মধ্যে শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করা হবে। প্রতিদিন অপরাহ্ন থেকে এলেকার বিভিন্ন গ্রামের অসংখ্য ধর্মপ্রাণ মানুষজনের স্বতঃ স্ফূর্ত উপস্থিতিতে মেলা ও উৎসব প্রাঙ্গন মুখরিত হয়ে উঠছে।

সার্বভৌম সমাচার
স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৯১৩৪২২৮৫১৩
৭০৭৬২৭১৯৫২

প্রতিধ্বনির প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

নীরেশ ভৌমিক ঃ ১৪ নভেম্বর ছিল ঠাকুরনগর প্রতিধ্বনি সাংস্কৃতিক সংস্থার ৩০তম প্রতিষ্ঠা দিবস। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে সংস্থা কর্তৃপক্ষ দিনভর নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সংস্থা সংলগ্ন প্রাঙ্গণে এদিন সন্ধ্যায় সদস্যা ঈশা হালদারের গাওয়া সংগীতের মধ্যদিয়ে সংস্থার প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপনের সূচনা হয়। যোগ প্রশিক্ষক তৃষা দাসের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত যোগাসন প্রদর্শনী সকলের প্রশংসা লাভ করে। মাম্পি দাস পালের পরিচালনায় সংস্থার ব্যালে ট্রুপসের নৃত্য শৈলী, শুভশ্রী বিশ্বাসের নির্দেশনায় আবৃত্তির অনুষ্ঠান 'ছোটদের ফার্স্ট হতে হয়' পরিবেশনা সমবেত দর্শক ও শোতৃমণ্ডলীর ভালো লাগে। দর্শক ও শ্রোতাদের মন কেড়ে নেয় শুভশ্রী ও তমালের যৌথ আবৃত্তির অনুষ্ঠান। রাজ্যব্যাপী সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ঘটনার উপর নির্মিত নাটক 'একটি আগুনে মৃত্যু' সমবেত দর্শক ও শ্রোতাদের মনকে নাড়া দেয়। শিশু সদস্যদের অনাবিল আনন্দের মধ্যে শুরু হয় অর্ণব, তমালি, নয়ন, রূপমদের উদাত্ত কণ্ঠের গান। বক্তব্য রাখেন সংস্থার সভাপতি শিক্ষক জয়দেব হালদার, সম্পাদক পার্থ প্রতিম দাস। প্রবীণ সদস্য শিক্ষক গৌরাঙ্গ মণ্ডল, সুশান্ত বিশ্বাস প্রমুখ।

সোনা পাচারে চলল গুলি

প্রথমপাতার পর...

গুলির শব্দ শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এলাকার বাসিন্দারা। তারা আটক হওয়া যুবকের বাড়ির আশেপাশে ভিড় করে। পরে বিএসএফ বাসিন্দাদের বুঝিয়ে আশ্বস্ত করে সরিয়ে দেয়। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার যুবকের কাছ থেকে এভাবে সোনা উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ধৃতকে সোনাসহ কলকাতার রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তরের (ডিআরআই) হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ।

অন্যের নথি দিয়ে সিম কার্ড তুলে প্রতারণা

প্রথমপাতার পর...

রাতে পুলিশ খবর পায় আকাইপুর বাজারে মোবাইল সিম কার্ডের ডেলিভারি হবে। সেইমত অভিযান চালিয়ে চার যুবককে আটক করে তল্লাশিতে তাদের কাছ থেকে সিম কার্ড উদ্ধার হয়। যার কোন বৈধ কাগজ দেখাতে পারিনি ওই ধৃত চার যুবক। পুলিশ ধৃতদের নিজেদের হেফাজতের আবেদন জানিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে।

ফের যশোর রোডে গাছের ডাল ভেঙে চারটি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত

প্রতিনিধি : ফের যশোর রোডে গাছ ভেঙে পড়ে আতঙ্ক ছড়ালো। ভাঙলো দোকান। ভেঙে চুরে গেল রাস্তার পাশে থাকা বাইক। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে গাইঘাটা থানার বকচরা বাজারে যশোর রোডের ওপর। মোটা প্রাচীন বট গাছের ডালটি ভেঙে পড়ে ৪টি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছে কয়েকজন। একটি বাইক সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়েছে। এই ঘটনায় এলাকার বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত। তাদের বক্তব্য, শীতের মরশুমে কোন ঝড় নেই। বৃষ্টি নেই তবুও গাছের ডাল কয়েকটি ভেঙে পড়ছে। স্কুল টাইমে ভেঙে পড়লে অনেক বড় ক্ষতি হতে পারত। যশোর রোডের পাশে থাকা দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

প্রসব করাতে গিয়ে মৃত্যু হল গৃহবধূর

প্রথমপাতার পর...

সম্প্রতি সন্তান সম্ভবা হয়েছিলেন। সুমনার শুক্রবার রাতে প্রসব যন্ত্রণা ওঠে। স্থানীয়দের অভিযোগ, স্ত্রীকে হাসপাতালে না নিয়ে বাড়িতেই প্রসব করান স্বামী ননী দেবনাথ। সন্তান জন্মানোর পরে রক্তপাত শুরু হলে অবস্থা বেগতিক বুঝে রাতে বাগদা হাসপাতালে ভর্তি করে সে। পরে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে রেফার করা হলেও সেখানেই তার মৃত্যু হয়। কন্যা সন্তানটি বর্তমানে এসএনসিইউ ইউনিটে ভর্তি রয়েছে। পুলিশ মৃতদেহটি শনিবার ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। দিদির মৃত্যুর খবর পেয়ে এদিন বসিরহাট থেকে ছুটে আসে সুমনার ভাই রাজেশ দাস। তিনি বলেন, জামাইবাবুর কারণেই দিদির মৃত্যু হল। আগে থেকেই দিদির উপর নির্যাতন চালাতেন উনি। উনার দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি হওয়া উচিত।

স্থানীয়দের বক্তব্য, বাড়িতেই শিশু কন্যাকে জন্ম দিয়েছিলেন মহিলা। তারপর তাকে রক্তাক্ত অবস্থাতে নিয়ে আসা হয় হাসপাতালে। ননী দেবনাথ সমাজের কলঙ্ক। উনার কারণেই স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। যদিও এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি।

অনুষ্ঠিত হল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

প্রতিনিধি : গত ১১ ই নভেম্বর ধর্মপুর দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের নিকট, জয় তারা সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা পরিবেশন করল নৃত্য ও নাটকের অনুষ্ঠান, অনুষ্ঠানে লোকনৃত্য পরিবেশন করে অভিপ্সা ঘরাই, অঞ্জলি মৃধা, অর্পিতা পাল, রাজ্যশ্রী দাস, দেবযানী মিস্ত্রি, আলোকবর্তিকা ভট্টাচার্য এবং ঋতুপর্ণা মুখার্জী।

পরিবেশিত হয় নাটক বিধাতা পুরুষ, নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়, নির্দেশনা বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। অভিনয় করে সাগ্নিক বিশ্বাস, মৌল মন্জিমা, আদি দাস, চন্দন প্রসাদ, রাজ্যশ্রী দাস, অঞ্জলি মৃধা, অন্বেষা বিশ্বাস, দেবযানী মিস্ত্রি, সঞ্জিত মন্ডল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সংযোজনা করেন প্রদীপ ভট্টাচার্য।

পিটিয়ে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার ২

প্রতিনিধি : প্রস্রাব করা নিয়ে বিবাদের জেরে প্রতিবেশী এক মহিলাকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগে বাবা ও মেয়েকে গ্রেফতার করল পুলিশ। শনিবার সকালে খুনের ঘটনাটি ঘটেছে বাগদা থানার বয়রা পাড়ুই পাড়া এলাকায়।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃত বৃদ্ধার নাম ফুলকুমারী বারুই (৫৯)। অভিযুক্ত বাবা ও মেয়ে নগেন হালদার ও ঝুমুর হালদার। কাঠের মুগুর দিয়ে বৃদ্ধার মাথায় আঘাতের জেরেই মৃত্যুর খবর পেয়ে পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করেছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছে, বিভিন্ন সময়ে মৃত ফুলকুমারী বারুইয়ের সঙ্গে গন্ডগোলে জড়িয়ে পড়তেন ধৃত নগেন হালদার ও তার পরিবার। এদিন সকালে মৃত ফুলকুমারী অভিযুক্তর বাড়ির সীমানায় প্রস্রাব করেছিল। আর তা নিয়ে ফের বিবাদ শুরু হয়। অভিযোগ, সে সময় নগেন হালদার ও তাঁর মেয়ে ঝুমুর হালদার বৃদ্ধার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাশে পড়ে থাকা কাঠ দিয়ে ফুলকুমারীর মাথায় সজোরে আঘাত করেন অভিযুক্ত নগেন। ঘটনাস্থলে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন বৃদ্ধা। এরপর স্থানীয়রা নগেন হালদার ও তার পরিবারের লোককে আটকে রেখে বাগদা থানায় খবর দেন। তড়িঘড়ি বাগদা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযুক্ত নগেন হালদার ও তার মেয়ে ঝুমুর হালদারকে গ্রেফতার করেন। পাশাপাশি ফুলকুমারীকে উদ্ধার করে বাগদা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। শনিবার সকালে অভিযুক্ত দুজনকে সাত দিনের পুলিশি হেফাজত চেয়ে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠালে বিচারক সাত দিনের পুলিশে হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

নিখিল ভারত সমবায় দিবস উদ্‌যাপন গাইঘাটার মধুসূদন কাটি সমবায়ে

নীরেশ ভৌমিকঃ ৭১ তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহে (১৪-২০ নভেম্বর) বিগত বৎসর গুলির মতো এবারও উদ্‌যাপন করে জেলা তথা রাজ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গাইঘাটা ব্লকের মধুসূদনকাটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সভায় সমিতি কর্তৃপক্ষ। গত ১৮ নভেম্বর অপরাহ্নে সমিতির সভাগৃহে আয়োজিত আলোচনা সভায় পৌরোহিত্য করেন সমিতির সভাপতি কালিপদ সরকার, ছিলেন সম্পাদক দেবাশিস বিশ্বাস, ইফকোর আর জি বি সদস্য অমল কুমার বিশ্বাস, জেলা সমবায়ের কো-অর্ডিনেটর অজিত মণ্ডল, গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা টুকু চক্রবর্তী, সমিতির সহ-সভাপতি সুজিত মণ্ডল ও পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য মিলন কান্তি সাহা, ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের চাঁদপাড়া শাখার শাখা প্রবন্ধক শৈবাল সমাদ্দার সহ কর্মীগণ। সমিতির অন্যতম ডিরেক্টর টুম্পা দাস সকল অভ্যাগতদের পুষ্পস্তবকে বরণ করে নেন।

সমিতির সভাপতি অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক কালিপদ সরকার সমিতির সপ্তরঙা (রামধনু) পতাকা উত্তোলন করে আয়োজিত আলোচনা সভার সূচনা করেন। শ্রী সরকার তাঁর স্বাগত ভাষণে সমবেত সকলকে সমবায়ি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে 'বিকশিত ভারত' নির্মানে সমবায়ের ভূমিকা এবং সমবায় মন্ত্রনালয়ের নতুন উদ্যোগে সমবায় অন্দোলনের স্বশক্তিকরণ শীর্ষক আলোচনায় অংশ নিয়ে ১৯০৪ সালে এদেশে সমবায় প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত তুলে ধরেন। সেই সঙ্গে বলেন, সমিতির সদস্যদের সঠিক কল্যান সাধনে প্রয়োজন সমন্বয় সাধন। জেলা কোঅর্ডিনেটর অজিত বাবু বলেন, সমবায় আন্দোলনকে সার্থক করে তুলতে সমিতির সদস্যগণকেই অগ্রনী ভূমিকা গ্রহন করতে হবে। পূর্ববারাসাত সমবায় সমিতির অন্যতম প্রানপুরুষ অমল বিশ্বাস তাঁর দীর্ঘ ভাষণে ১৮৪০ সালে ইংল্যান্ডে পৃথিবীর প্রথম সমবায় সমিতি গড়ে ওঠার কথা জানান এবং সেই সঙ্গে বিশেষ করে কৃষি ও কৃষকের কল্যাণে সমবায় সমিতির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

প্রতিটি সমবায় সমিতির মধ্যে নিবিড় সংযোগ ও সমন্বয় সাধনের গুরুত্ব ব্যক্ত করেন। সমিতির সম্পাদক ও ইফকোর অন্যতম আর জি বি সদস্য দেবাশিষ বাবু সমবায় আন্দোলন ও সমিতি গুলির সার্বিক উন্নয়নে সকল সদস্য ও সমবায় সমবায়ে সমন্বয়ের গুরুত্ব ব্যক্ত করেন। শ্রী বিশ্বাস জানান, তাঁদের সমিতির প্রায় দু'হাজার সদস্যের অধিকাংশই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাঁদের বকেয়া ঋণ পরিশোধ করেছেন। সময়ে ঋণ পরিশোধকারী সদস্যগণ কে ডিভিডেন্ট ও উপহারে সম্মান জানানো হবে। ঐ দিন মঞ্চ থেকে উপস্থিত বিশিষ্টজনদের হাত দিয়ে সমিতির সদস্য চারজন কৃষকের হাতে পুরস্কার স্বরূপ অর্থ তুলে দিয়ে এই কর্মসূচীর উদ্বোধন করা হয়। রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের চাঁদপাড়া শাখার নবাগত প্রবন্ধক শৈবাল বাবু তাঁর বক্তব্যে সমবায়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন এবং সেই সঙ্গে সমিতির সদস্যদের ঋণ প্রদান সহ যে কোন প্রযোজনে পাশে থাকার আশ্বাস দেন। সমবায় সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত এদিনের আলোচনা সভায় উপস্থিত সদস্যগনের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। সভা শেষে সভায় উপস্থিত সদস্যগণকে মিষ্টি মুখে আপ্যায়িত করা হয়।

সমবায় সমিতির প্যাডে গ্রাম পঞ্চায়েতের সিল, আতঙ্কিত চাষীরা

প্রতিনিধি : সমবায় সমিতি থেকে কৃষি কাজের জন্য ঋণ নিয়েছিলেন চাষিরা। সেই ঋণ পরিষদের সময় সমবায় সমিতির থেকে চাষীদের রশিদ দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ, সেই রশিদে সমবায় সমিতির সিল না মেরে একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সিল মেরে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে আতঙ্ক ছড়িয়েছে চাষীদের মধ্যে। তাদের আশঙ্কা, পরবর্তীকালে আবার ঋণ পরিশোধ করতে হবে না তো! ঘটনাটি ঘটেছে, গাইঘাটার ফুলসরা উত্তর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে। চাষীদের বক্তব্য, ২৯ অক্টোবর তারা কৃষি ঋণ পরিশোধ করেন। সমবয় রশিদও দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে তারা বাড়ি ফিরে দেখতে পান। রশিদে সমবায় সমিতির সিল না থেকে রয়েছে বাগদা ব্লকের বয়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের সিল। তারপর এই বিষয়টি নিয়ে জল ঘোলা শুরু হয়। এ বিষয়ে স্থানীয় বিধায়ক বিজেপির স্বপন মজুমদার বলেন, এটা কি করে সম্ভব। প্রায় একচল্লিশ কিলোমিটার দূরের গ্রাম পঞ্চায়েতের সিল সমবায় সমিতির রশিদে কিভাবে ব্যবহার করা হলো। এর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। সমবায় সমিতির ম্যানেজার অসিত বালা বলেন, ২৯ শে অক্টোবর ঋণ সংগ্রহের সময় ভুলবশত সমিতির সিলের পরিবর্তে বয়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের সিল ব্যবহার করা হয়েছিল।

আমাদের সোনার দাম পেপার- রেট ও নৈমিত্তিক মূল্য অনুযায়ী

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

(১) আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার। (২) আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে। (৩) আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়। (৪) পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে। (৫) আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (৬) আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে। (৭) সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন। (৮) প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্‌ট ভাউচার। (৯) কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। (১০) সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স। (১১) আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার। (১২) নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন। (১৩) জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৪) সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে। (১৫) অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন। (১৬) Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে। (১৭) অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন। (১৮) দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। (১৯) আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা। (২০) Website : www.newpcjewellers.com (২১) e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে।
যোগাযোগ করতে পারেন। মো: 8967028106

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**